দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 FEB 1990
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

32

অবৈতনিক শিক্ষা নয়

ইনষ্টিটিউট আয়োজিত বক্তৃতামালায় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মোজাফফর আহমদ অবৈতনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। গতকাল (রবিবার) উচ্চ শিক্ষা প্রসঙ্গে ডঃ রশীদ স্মৃতি বক্তৃতায় তিনি মেডিক্যাল, কৃষি, প্রকৌশল শিক্ষার জন্য পৃথক ভার্সিটি প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করিয়া বলেন, এগুলি বড়জোর ইনষ্টিটিউট হইতে পারে। তিনি যান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন প্রকৌশলী ও চিকিৎসক তৈরীর শিক্ষাপদ্ধতিরও বিরোধিতা করেন।

ইঞ্জিনিয়ার্স. ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি শিক্ষার সরকারীকরণের বর্তমান প্রবণতার বিরোধিতা করিয়া বলেন, সরকারের উপর পূর্ণ নির্ভরতার অর্থ স্বৈরাচার। তিনি বেসরকারী খাতে পণ্ডিত ব্যক্তির উদ্যোগে "বিদ্যার গৃহ" গড়িয়া তোলা প্রসঙ্গে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি টেক্সট বুক বোর্ডের 'পুস্তক সাম্রাজ্য' ভাঙিয়া সৃজনশীল ও সুস্থ প্রতিযোগিতার আহ্বান জানান। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা পদ্ধতি বহাল রাখা ও ৫ম শ্রেণীর পূর্ব হইতে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানের তিনি সুপারিশ প্রসঙ্গে 'বৃহত্তর শিক্ষা আন্দোলনের' তাগিদ দেন। তিনি বলেন, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও দলীয় রাজনীতি শিক্ষাকে আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। প্রফেসর আবদুল মতিন পাটোয়ারী বলেন, রাজনীতিতে পেশী শক্তির চর্চাই শিক্ষাঙ্গনে বিস্তার লাভ করিয়াছে। কোন কর্তার সাথে দেখা করিতে এখন ভিসি ছাত্র নেতার কাছে তদ্বিরের জন্য শরণাপন্ন হন। ভার্সিটিগুলির দুরবস্থা যখন চরম, হল ভাঙিয়া ছাত্র মনে, তখন এয়ারপোর্টের দিকে জৌলুস বাড়ে।